তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যধারা

সংখ্যা ০৭ :: ২০১৩

বাংলাদেশে জেন্ডার সমতায়নে নারীর ক্ষমতায়ন

নারী বিশ্বের শ্রমশক্তির অর্ধেক। আর্থ-সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক অঙ্গনেও নারীর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। তারপরও সারা বিশ্বেই সামাজিক নানা বাধার মুখে যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী তারা পূর্ণ অবদান রাখতে পারছে না। যার ফলে শুধু নারীরা নয়, সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সর্বোচ্চ নেতৃস্থানীয় অবস্থানে নারীদের অবস্থান এবং নারী-পুরুষ সমতায়ন সংক্রান্ত আইনি অবকাঠামো থাকলেও নারীদের সামাজিক অবস্থান এখনও প্রাথমিকভাবে সংসার ও পরিবারের মাঝেই সীমাবদ্ধ।

জেন্ডার সমতায়নে আইনগত অবকাঠামো

রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী অধিকার সুনিশ্চিত করে

- সংবিধান
- জাতীয় নারী নীতি ১৯৯৭
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬

নারী বৈষম্য দূরীকরণে আন্তর্জাতিক প্রয়াসে বাংলাদেশের অঙ্গিকার ও অংশগ্রহণ

- নারী বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ চুক্তি
- কর্মসংস্থান ও পেশাগত বৈষম্য সংক্রান্ত আইএলও-এর তৃতীয় সম্মেলন

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন

জেন্ডার গ্যাপ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান -

সার্বিক সূচকে ➤ সন্তোষজনক উন্নতি

অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও অনুকূলতা সূচকে ➤ অসন্তোষজনক

তথ্য সূত্র : বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম জেন্ডার রিপোর্ট

নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র

গত এক দশকে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে নারীর অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারী সাক্ষরতার হার বেড়েছে

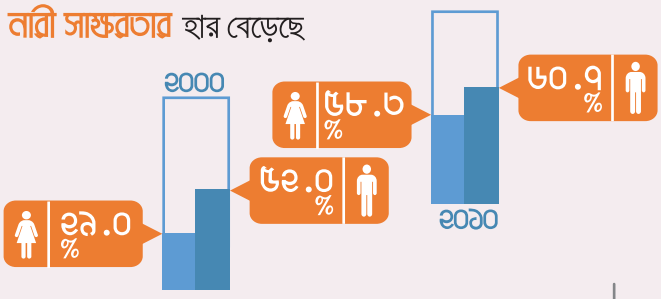

বিগত বছরগুলিকে **শ্রমশক্তিতে** নারী অংশগ্রহণের হার বেড়েছে

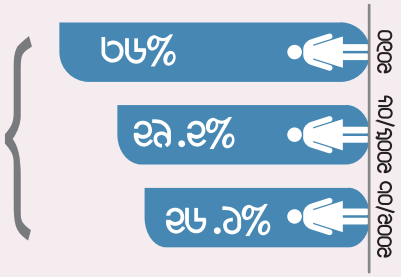

বেকারত্বের হার পুরুষের সাথে সাথে নারীর ক্ষেত্রেও একই সময়ের মধ্যে হ্রাস পায়:

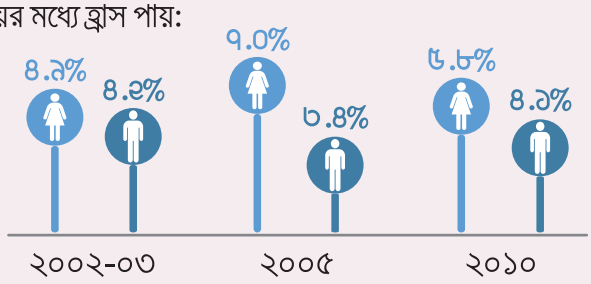

তথ্য সূত্র : শ্রমশক্তি জরিপ, বিবিএস

আপাতদৃষ্টিতে আশাব্যঞ্জক এই চিত্র বাস্তবে নারীদের সামগ্রিক উন্নয়নের নির্দেশক নয়। কারণ,

উঁচুমান / উৎপাদনশীল খাতে নয়, বরং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশের হার সীমিত থেকে গেছে স্বল্পবেতন / অনুৎপাদনশীল খাতেই।

নানা পরিসংখ্যান থেকে এই চিত্র প্রতীয়মান হয়:

১ **অবৈতনিক পারিবারিক কর্মী হিসেবে-**

২০০০ - ২০১০ এর মাঝে } নারী কর্মী বেড়েছে **২৩৭%**
পুরুষ কর্মী বেড়েছে **৩৫%**

২ আনুষ্ঠানিকের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে–

২০০২ - ২০১০ এর মাঝে } নারীর অংশগ্রহণ **বেড়েছে**

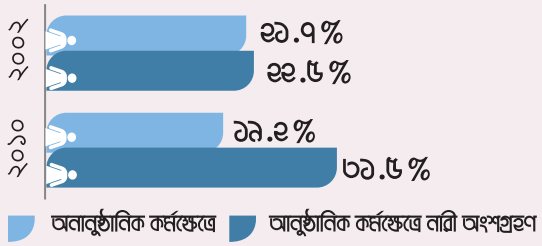

৩ পেশাদারি ও প্রযুক্তিগত চাকুরিতে–

২০০০ - ২০১০ এর মাঝে } পুরুষদের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ **বেশ কম** এবং তা ক্রমেই আরও কমছে

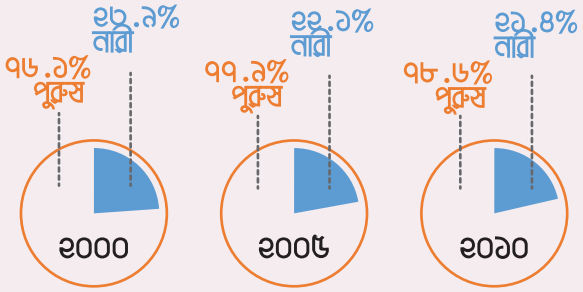

৪ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত চাকুরিতে–

২০০০ - ২০১০ এর মাঝে } পুরুষদের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ **বেশ কম**

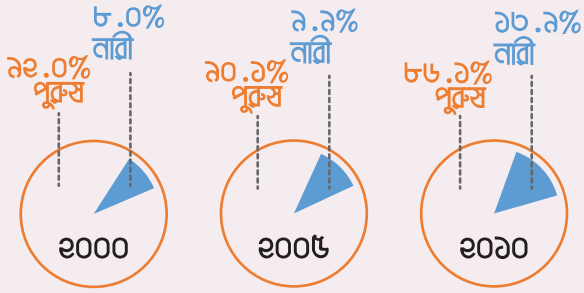

তথ্য সূত্র : শ্রমশক্তি জরিপ, বিবিএস

'হিজড়া' সম্প্রতি তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।
তবে সার্বিকভাবে জেন্ডার সমতায়ন করতে হলে তাদের **আর্থ-সামাজিক স্বক্ষমতা ও অংশগ্রহণ** নিশ্চিত করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণে এই অসন্তোষজনক বাস্তবতার সম্ভাব্য কারণ

- কর্মক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণের প্রধান প্রতিবন্ধকতা ১৫ বয়সোর্ধ্ব নারী শ্রমশক্তির **৪০.৬% অশিক্ষিত।**
- নারী সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও স্নাতক, স্নাতকোত্তর, চিকিৎসা বা প্রকৌশল অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী শ্রমশক্তির মাত্র **২.২%।**
- যার ফলে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত বা পেশাদারি ও প্রযুক্তিগত চাকুরিতে এবং উচ্চপদস্থ কর্মজীবী নারীদের সংখ্যা অতি নগণ্য।
- **শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগের অভাব** স্বল্পবেতনে অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে যোগদানে নারীদেরকে বাধ্য করে।
- সামাজিকভাবে কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও **নারীদের গ্রহণযোগ্যতার** অভাবও অর্থনীতিতে তাদের সীমিত অংশগ্রহণের একটি কারণ।
- ঐতিহাসিকভাবে **বাল্যবিবাহ** মেয়েদের পড়াশুনা তথাপি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের আরেকটি বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত।

নারী ক্ষমতায়নে করণীয়

- বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সাথে মেয়েদের **উচ্চতর শিক্ষার** উপরও দৃষ্টিপাত করতে হবে। অন্যথায় মেয়েদের স্বল্পশিক্ষা তাদের কর্মক্ষেত্রে উন্নয়নে বড় অন্তরায় হয়ে থাকবে।
- নারীদেরকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে **পেশাদারি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা** প্রদান করতে হবে।
- প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চাকুরিতে নারী অংশগ্রহণের সুযোগ **অগ্রাধিকার আইন** দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে কর্মজীবী **নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে** যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- **বাল্যবিবাহ রোধে** বিদ্যমান আইনটি কার্যকরভাবে প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আই.আই.ডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়: USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE, The Asia Foundation, UKaid from the British people
প্রকল্প সহযোগী: dnet
গবেষণা/বাস্তবায়ন: IID Institute of Informatics and Development

Disclaimer: This Info-Page has been developed under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of UKaid, USAID or the U.S. Government or The Asia Foundation.